গার্টনারের গবেষণা প্রতিবেদন

বিশ্বে আইএএএস পাবলিক ক্লাউড সার্ভিস বাজার ২০১৯ সালে বেড়েছে ৩৭.৩ শতাংশ

মুনীর তৌসিফ

'ভার্চুয়াল গার্টনার আইটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার, অপারেশনস অ্যান্ড ক্লাউড স্ট্র্যাটেজি কনফারেন্সেস'-এর বিশ্লেষকেরা সম্প্রতি উদঘাটন করেছেন সর্বশেষ ক্লাউড প্রবণতার বিষয়টি। বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় গবেষণা ও পরামর্শক কোম্পানি গার্টনার জানিয়েছে– বিশ্বব্যাপী আইএএএস (IaaS : Infrastructure as a Service) বাজারের পরিমাণ ২০১৯ সালে ৩৭.৩ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৪৫০ কোটি ডলার। ২০১৮ সালে এই বাজারের পরিমাণ ছিল ৩২৪০ কোটি ডালার। অ্যামাজন ২০১৯ সালে আইএএএস বাজারে এক নম্বর স্থানটি ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। এর পরপরই রয়েছে মাইক্রোসফট, আলিবাবা, গুগল ও টেনসেন্টের অবস্থান।

'ডিজিটাল বিজনেসকে এগিয়ে নিতে ক্লাউড একটি সহায়ক ভিত্তি গড়ে তুলেছে। ডিজিটাল বিজনেস এখনো রয়ে গেছে সেরা সিআইওদের অ্যাজেন্ডা– এমনটি বলেছেন গার্টনারের রিসার্চ ভাইস প্রেসিডেন্ট সিড নাগ। তিনি আরো বলেন, 'অন্যান্য প্রযুক্তির মধ্যে এটি এজ, এআই, মেশিন লার্নিং ও ফাইভজির মতো প্রযুক্তিতে সক্ষমতা এনে দেয়। সবকিছুর শেষে এসব প্রতিটি প্রযুক্তির প্রয়োজন হয় পাবলিক ক্লাউড আইএএএসের মতো একটি স্কেলেবল (বেড়ে উঠতে সক্ষম), ইলাস্টিক (স্থিতিস্থাপক) ও হাই ক্যাপাসিটির (উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন) ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্ল্যাটফরম। আর এ কারণেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, আইএএএস পাবলিক ক্লাউডের বাজারের প্রবৃদ্ধি শক্তিশালী হয়ে উঠছে।'

২০১৯ সালে সেরা পাঁচটি আইএএএস প্রোভাইডারের দখলে ছিল ৮০ শতাংশ বাজার। ২০১৭ সালে এই হার ছিল ৭৭ শতাংশ। ২০১৮ সালে তিন-চতুর্থাংশ আইএএএস প্রোভাইডার তাদের ব্যবসায়ে প্রবৃদ্ধি ঘটাতে সক্ষম হয়। অ্যামাজন অব্যাহতভাবে নেতৃত্ব দান করে চলেছে বিশ্বব্যাপী আইএএএস বাজারে। মোটামুটি হিসেবে অ্যামাজান এ বাজার থেকে ২০১৯ সালে রাজস্ব আয় করেছে ২০০০ কোটি ডলার, যা মোট বাজারের ৪৫ শতাংশের সমান (নিচের ছক দেখুন)। অ্যামাজন ২০১৮ সালে এক নম্বরে উন্নীত হয়। ২০১৯ সালে সে অবস্থান ধরে রাখে অ্যামাজন।

আইএএএস বাজারে মাইক্রোসফট ২০১৯ সালে এর আগের দ্বিতীয় অবস্থান ধরে রাখে। এর ৮০০ কোটি ডলারের রাজস্ব আয়ের অর্ধেকেরও বেশি এসেছে উত্তর আমেরিকা থেকে। ২০১৯ সালে মাইক্রোসফটের আইএএএস অফারিং বেড়েছে ৫৭.৮ শতাংশ।

গুগলের আইএএএস খাতে রাজস্ব আয় যেখানে ২০১৮ সালে ছিল ১৩০ কোটি ডলার, সেখানে ২০১৯ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২৪০ কোটি ডলার। প্রবৃদ্ধির পরিমাণ ৮০.১ শতাংশ। গুগলের ক্লাউড সার্ভিসের আলোকপাত ছিল অর্গ্যানাইজেশনগুলোকে রবাস্ট কমপিউটিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার বিষয়ে ইন্ডাস্ট্রি স্পেসিফিক সল্যুশন দেয়া। গুগল আইএএএস সার্ভিস থেকে আসা রাজস্ব আয়ের অর্ধেকেই আসে উত্তর আমেরিকা থেকে।

বিশ্বব্যাপী আইএএএস পাবলিক ক্লাউড সার্ভিস বাজারে বিভিন্ন কোম্পানির অবদান (মার্কিন মিলিয়ন ডলার অঙ্কে)

কোম্পানি	২০১৯ সালের রাজস্ব আয়	শতাংশে ২০১৯ সালের বাজার অবদান	২০১৮ সালের রাজস্ব আয়	শতাংশে ২০১৮ সালের বাজার অবদান	শতাংশে ২০১৮-২০১৯ সময়ের প্রবৃদ্ধি হার
মাইক্রোসফট	১৯,৯৯০.৪	৪৫.০	১৫,৪৯৫.০	৪৭.৯	২৯.০
মাইক্রোসফট	৭,৯৪৯.৬	১৭.৯	৫,০৩৭.৮	১৫.৬	৫৭.৮
আলিবাবা	৪,০৬০.০	৯.১	২,৪৯৯.৩	৭.৭	৬২.৪
গুগল	২,৩৬৫.৫	৫.৩	১,৩১৩.৮	৪.১	৮০.১
টেনসেন্ট	১,২৩২.৯	২.৮	৬১১.৮	১.৯	১০১.৫
অন্যান্য	৮,৮৫৮	১৯.৯	৭,৪২৫	২২.৯	১৯.৩
মোট	**৪৪,৪৫৬.৬**	**১০০.০**	**৩২,৩৮২.২**	**১০০.০**	**৩৭.৩**

সূত্র : গার্টনার, আগস্ট ২০২০

চীনের প্রাধান্য বিস্তারকারী আইএএএস প্রোভাইডার আলিবাবা ক্লাউডের ২০১৯ সালে প্রবৃদ্ধি ঘটেছে ৬২.৪ শতাংশ। এর রাজস্ব আয় এই বছরটিতে ৪০০ কোটির ডলার ছাড়িয়েছে। ২০১৮ সালে এই রাজস্ব আয়ের পরিমাণ ছিল ২৫০ কোটি ডলার। আলিবাবা গ্রুপ অব্যাহতভাবে এর ক্লাউড ইনফ্রাস্ট্রাকচার বিজনেস আগামী বছরগুলোতে বাড়াতে থাকবে। এ গ্রুপের লক্ষ্য এর ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন প্রসেসকে সহায়তা দেয়ার জন্য এর গ্রাহকদের ক্লাউডভিত্তিক ইন্টেলিজেন্ট সল্যুশন জোগান দেয়া।

চীনভিত্তিক টেনসেন্ট ২০১৯ সালে এর আইএএএস অফারিং বাড়িয়েছে ১০০ শতাংশ। এটি আলিবাবার পর চীনের দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্লাউড সার্ভিস প্রোভাইডার। ক্লাউড মার্কেট পরিপক্ষতার প্রেক্ষাপটে এর বাজার অবদান কমে যায়।

আরো অগ্রসর হয়ে গার্টনার সংযুক্ত করছে 'আইএএএস ও প্ল্যাটফরম অ্যাজ অ্যা সার্ভিস (পিএএএস) সেগমেন্টকে একটি একক পরিপূরক প্ল্যাটফরম অফারিং, ক্লাউড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ও প্ল্যাটফরম সার্ভিস হিসেবে। বিশ্বব্যাপী সিআইপিএস বাজারে ২০১৯ সালে প্রবৃদ্ধি ঘটেছে ৪২.৩ শতাংশ। এবং এ বাজারের আয়তন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৩৪০ কোটি ডলার। ২০১৮ সালে যা ছিল ৪৪৬০ কোটি ডলার। অ্যামাজন, মাইক্রোসফট ও আলিবাবা ২০১৯ সালে নিশ্চিত করেছে সিআইপিএস বাজারের প্রথম তিনটি অবস্থান। অপরদিকে টেনসেন্ট ও ওরাকল কার্যত জোটবদ্ধভাবে আছে পঞ্চম অবস্থানে ২.৮ শতাংশ বাজার অবদান নিয়ে কজ

ফিডব্যাক : golapmonir@yahoo.com